بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৭ জুলাই ২০১৯

“সম্পদ ও ক্ষমতার স্বার্থান্বেষী চক্রে আমরা নির্দয়ভাবে আমাদের আজকের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কে ধ্বংস করছি” - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

জলসা সালানা জার্মানিতে ভাষণ প্রদানকালে বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের ঝুঁকি এড়াতে বিশ্বজনীন সহযোগিতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানালেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব প্রধান

শনিবার ৬ জুলাই ২০১৯ আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানির ৪৪ তম জলসা সালানা (বার্ষিক সম্মেলন)-এর দ্বিতীয় দিনে সহস্রাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অতিথিবৃন্দের এক সমাবেশের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব প্রধান পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

তাঁর এই বক্তৃতাকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান কতকগুলো গুরুতর ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি ইসলামের শিক্ষার আলোকে দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একটি রোডম্যাপ উপস্থাপন করেন।

মূল বিষয়ে এ যাওয়ার পূর্বে সম্মানিত হুযূর জলসা সালানা উদ্দেশ্য, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের একটি সম্প্রদায় যা শেষ যুগ সম্পর্কে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী মানবজাতির আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

উপস্থিত অতিথিদের নিকট একজন আধ্যাত্মিক সংস্কারক এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সম্মানিত হুযূর বলেন:

"এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা কেবল ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের সাথে জন্যই প্রযোজ্য না বরং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্যও প্রযোজ্য যে সময়ের অতিক্রমের সাথে কোন আন্দোলন বা বিশ্বাসের অনুসারীরা তাদের আদি শিক্ষা থেকে সরে যেতে শুরু করে এবং তারা তাদের মূল যে বিশ্বাস তা থেকে দূরে সরে যায়। এর ফলস্বরূপ যে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবন কালে একটা সময় আসে যখন তাদের পুনর্জাগরণের প্রয়োজন পড়ে। নতুবা তারা মৃত্যুবরণ করে অথবা রূপান্তরিত হয়ে এমন এক রূপ ধারণ করে যার সাথে তার আদি অবস্থা কোন সামঞ্জস্য থাকে না।"

বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করেন যে, শান্তি নিরাপত্তা ও স্বস্তির যে চাহিদা এটি আমাদের সকলের কাছে সার্বজনীন একটি চাহিদা এবং নিজ ***"গ্রাম শহরকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ দেখতে চাওয়া"*** মানব প্রকৃতির একটি অংশ।

সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করেন যে, কেবল স্থানীয় নয় বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও শান্তির এ আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান তথাপি বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সংঘাতে পরিপূর্ণ হয়ে চলেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই চায় যেন সারা বিশ্ব শান্তিপূর্ণ থাকে কিন্তু এই প্রকৃতিগত শান্তির আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, বাস্তবতা এই যে, বিভেদ বিশৃঙ্খলা এবং সংঘাত বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন অনেক দেশ রয়েছে যেগুলো গৃহযুদ্ধ দ্বারা ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, বিদ্রোহী গোষ্ঠীসমূহ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে অথবা সরাসরি রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে যুদ্ধ করছে।"

সম্মানিত হুযূর আলোচনা করেন কিভাবে অন্যায়, সামাজিক বৈষম্য এবং সকল ক্ষেত্রে বর্ধিষ্ণু উত্তেজনা আমাদের বিশ্ব শান্তি ক্রমাগত দূরে নিয়ে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বিভক্ত সমাজগুলোতে আরো বেশি মেরুকরণ দেখা দিচ্ছে আর উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে তারা দ্রুত বিভেদের চরম সীমায় পৌঁছাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। অর্থনৈতিক অথবা ভূ রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অথবা ভিন্ন মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের মানুষদের পদানত করতে অন্যায় যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হচ্ছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"একটি ভয়াবহ কিন্তু খুবই সম্ভাব্য আশঙ্কা এই যে, আজকে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা যে কোন মুহূর্তে একটি সত্যিকারের বিশ্বজনীন ধ্বংসলীলায় রূপ নিতে পারে যার ভয়াবহ পরিণতিসমূহ আমাদের কল্পনার বহু বাইরে। সম্পদ ও ক্ষমতার স্বার্থান্বেষী চক্রে আমরা একের পর এক অবিচার ও নিষ্ঠুর নির্দয়তার এক অন্তহীন ধারার মাধ্যমে নির্দয়ভাবে আমাদের আজকের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করছি।"

বিপদজনক জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে হযরত হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ক্রমাগতভাবে, উগ্র ডানপন্থী শক্তি ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের শান্তি ও সৌহার্দ্যের উপরে এক গভীর ও ভীতিকর হুমকি হিসেবে দণ্ডায়মান হচ্ছে। জাতীয়তাবাদের নামে চরম ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সদস্যরা আধুনিক যুগের বহুমাত্রিক ও বহুজাতিক সমাজের সমাপ্তি টেনে এর স্থলে তাদের নিজ বর্ণবাদী ও বিদ্বেষমুলক আদর্শ সমূহ সমাজের উপর আরোপ করতে উদ্যত হচ্ছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"অসহিষ্ণু উগ্র লোকেরা আক্রমণাত্মকভাবে অভিবাসীদের কে নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিচ্ছে যাদের অনেকেই শান্তিপূর্ণভাবে তাদের নতুন দেশে বাস করে এসেছে এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে এর সফলতায় অবদান রেখেছে।"

সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করেন যে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষকে বিশ্ব নিরাপত্তার উপর বাস্তব যে হুমকি সমূহ বিদ্যমান তার দিকে আরো বেশি মনোযোগী হওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছেন আর আজ অনেক গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ এই একই বিষয়ে লিখতে ও বলতে শুরু করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সম্মানিত হুযূর বেশ কয়েকজন গবেষক কূটনীতিক ও বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি পড়ে শোনান।

নিউক্লিয়ার যুদ্ধের হুমকিকে যে গুরুত্ব দেয়া উচিত সে প্রসঙ্গে সম্মানিত হুযূর জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসর টাইলার কোয়েনের একটি প্রবন্ধে উপস্থাপিত অভিমত উদ্ধৃত করেন।

প্রফেসর কোয়েন লিখেন:

"আজকের বিশ্বের আশ্চর্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো এই যে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মনে হয় যেন নিউক্লিয়ার যুদ্ধ নিয়ে তেমন উদ্বেগ নেই। বেশ বড় ব্যবধানে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে তারা অনেক বেশি উদ্বিগ্ন অথচ নিউক্লিয়ার যুদ্ধ কে মনে করা হয় অতীতের একটি হুমকি। ...বরং এর বিপরীতে আমি মনে করি যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ঝুঁকি এখনো বিশ্বের এক নম্বর সমস্যা যদিও কোন একটি বিশেষ দিনে মনে হতে পারে যে এই ঝুঁকিটি এত মারাত্মক নয়।"

জার্মান জনগণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে সম্মানিত হুযূর সম্প্রতি জার্মান বার্তা সংস্থা ডয়েচ ওয়েলে এর একটি জরিপের কথা উল্লেখ করেন যেখানে জানা যায় যে জার্মান জনগণের নিকট সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় বিশ্বজনীন সংঘাত নয় বরং জলবায়ু পরিবর্তন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ডয়েচ ওয়েলে কর্তৃক প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক জরিপে পাওয়া গেছে যে জার্মান জনগণ যে বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন তা হল জলবায়ুর পরিবর্তন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি উপরোল্লিখিত গবেষকের সঙ্গে একমত যে যুদ্ধের হুমকি বিশেষত নিউক্লিয়ার যুদ্ধের হুমকি - আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় ইস্যু।"

সম্মানিত হুযূর এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে কিছু মানুষ এ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে ধর্মই সংঘাতের মূল কারণ। এ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে উত্তেজনা দ্রুত বেড়ে চলেছে আর তাদের মধ্যে যুদ্ধের একটি সম্ভাবনার বিষয়ে তীব্র জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। কেউই জোর দিয়ে এ দাবি করতে পারবেন না যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধ একটি

ধর্মীয় যুদ্ধ। বরং এর বিপরীতে লক্ষ কোটি মানুষের জীবন বাজি রেখে দায়িত্বহীন যুদ্ধ বাজি এবং অপ্রয়োজনীয় উস্কানির এটি একটি জোরালো উদাহরণ।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আমি যে বিভিন্ন গবেষণা এবং প্রবন্ধ উদ্ধৃত করেছি এগুলো প্রমাণ করে যে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব এর দায়ভার ইসলাম বা অন্য কোন একটি ধর্মের দুয়ারে আরোপ করা যায় না। বরং অগণিত অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু রয়েছে যেগুলো সবই বিশ্ব শান্তি কে পড়ার বিষয়ে ভূমিকা রাখছে।"

সম্মানিত হুযূর বৈশ্বিক অর্থনীতির উল্লেখ করেন এবং জোর দেন যে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে এতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সংকটের এক দশক পরে দাঁড়িয়ে, ইউরোপীয় দেশগুলোর এ কথা ভাবা উচিত নয় যে তাদের জাতীয় অর্থনীতিগুলো নিরাপদ অথবা তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বর্তমানে উন্নতির পথে ধাবমান। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদগণও তাদের নিজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলো স্বীকার করে নিচ্ছেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এর আস্থার অবস্থান দ্রুত হারাচ্ছে আর মানুষ এটি উপলব্ধী করছে যে এর মধ্যে ঝুঁকি ও অবিচার সমূহ অন্তর্নিহিত রয়েছে। ইউরোপীয় দেশ সমূহ এবং অন্যান্য পরাশক্তির উদ্ধতভাবে এটি ধরে নেয়া উচিত হবে না যে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিরকাল বিশ্বে প্রাধান্য পাবে। বরং তাদের এ বিষয়ে কাজ করে যাওয়া উচিত যেন বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ন্যায় বিচার ও সমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।"

সম্মানিত হুযূর এরপর অভিবাসনের বিষয়ে আলোচনা করেন। সম্মানিত হুযূর এমন কয়েকটি গবেষণার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যেগুলোতে দেখানো হয়েছে যে জার্মান শ্রমশক্তি নিয়মিত অভিবাসনের উপর খুব গভীরভাবে নির্ভরশীল।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“দেশের সকল সমস্যার জন্য অভিবাসীদের কে দায়ী করা পুরোপুরি অন্যায় আর বাস্তবতা হলো অভিবাসন ছাড়া অনেক পশ্চিমা দেশ গভীর ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। বাস্তবতা এই যে, সকল জাতি একে অপরের উপর নির্ভরশীল আর আজ আমরা একটি ক্রমাগতভাবে পরস্পর অধিক আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ও বৈশ্বিক পৃথিবীতে বাস করি। প্রাচীর নির্মাণ করে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস এর পরিবর্তে এটি আবশ্যক যে জাতিসমূহ ও বিভিন্ন পটভূমির জনগণ সার্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সরকারসমূহের যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যেন দেশগুলো একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যের সাথে কাজ করতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অভিবাসীদের কে সমাজে সমন্বিত হতে ও মিশে যেতে সহযোগিতা করা হয়।”

বিশ্বের উপর আপতিত সংঘাত সমূহের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সম্মানিত হুযূর আরো আলোচনা করে এবং এ বিষয়টি তুলে ধরেন যে এর সম্পূর্ণ দোষ ইসলাম বা অন্য কোন উপর চাপানোর অর্থই হল এর জন্য দায়ী আরো বহুমুখী কারণসমূহ উপেক্ষা করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“অনেকগুলো বিষয়ের দ্বারা বিশ্ব শান্তির প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকারসমূহের একচোখা নীতিসমূহ যারা তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থকে ন্যায় ও সমতার উপর স্থান দিয়ে থাকে। এমন অন্যায় কখনো শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে না।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যে গবেষণা এবং প্রবন্ধগুলি আমি উদ্ধৃত করেছি সেগুলো প্রমাণ করে যে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার অভাবের জন্য কোন ধর্মকে দায়ী করা যায় না তা ইসলামই হোক বা অন্য কোন ধর্ম। বরং অনেকগুলো অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইস্যু রয়েছে যেগুলো সবগুলোই বিশ্ব শান্তির প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।"

ভাষণের শেষ প্রান্তে এসে সম্মানিত হুযূর জোর দেন যে মানবজাতির জন্য আবশ্যক খোদাতা'লার অধিকার পূর্ণ করা এবং অপরাপর মানুষের অধিকার পূর্ণ করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এ বিশ্বাস রাখি যে আমাদের এই বিশাল চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলা করার একটিই রাস্তা। কেবল একটি পথ রয়েছে যা আমাদেরকে মুক্তি দিবে এবং আমাদেরকে যুদ্ধ ও সংঘাতের এই পৃথিবী থেকে উত্তরণ ঘটবে আর তা হল খোদাতা'লার পথ।"

শেষ করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি দোয়া করি যেন আমরা আমাদের পরবর্তী দের জন্য একটি একটি ইতিবাচক উদাহরণ রেখে যেতে পারি যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ শান্তিতে বসবাস করতে পারে আর আমরা যেন তাদের মধ্যে গণ্য না হই যারা আরো বেশি সংঘাত ও বিভেদের সূচনা করে এবং যাদের জন্য সমৃদ্ধি ও সফলতার সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।"

সম্মানিত হুযূর আরো বলেন:

"আমি দোয়া করি যেন যুদ্ধ ও শত্রুতার যে কালো মেঘ আমাদের উপর বিরাজ করছে তা যেন কেটে যায় এবং এর পরিবর্তে যেন চিরন্তন শান্তি ও সমৃদ্ধির নীল আকাশ সারা পৃথিবী ছেয়ে যায়।"

অপরাহ্নের অধিবেশনে, সাও টোমে থেকে আগত প্রতিনিধি উরিনো হোসে বোটেলহো, সে দেশের রাষ্ট্রপতি ম্যানুয়েল পিন্টো দ্য কস্তার পক্ষ থেকে একটি নতুন হাসপাতালের চাবি সম্মানিত হুযূরকে পেশ করেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট হাসপাতালটিকে ঢেলে সাজাবে এবং এর পরে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য একটি এটি কে পরিচালনা করবে। মি. বোটেলহো সম্মানিত হুযূরকে সাও টোমে তে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর মানব সেবা মূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তাকে নতুন হাসপাতালে উদ্বোধনের জন্য সাও টোমে-তে আমন্ত্রণ জানান।

এর পূর্বে এদিন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সরাসরি আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলা সংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

সম্মানিত হুযূর জোরালো এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের সেই সকল সমালোচকদের উত্তর দেন যারা দাবী করে যে ইসলাম নারী জাতিকে সমান অধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও তিনি তওবা, ইবাদত এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উপর আলোচনা করেন।

ইসলাম নারী জাতিকে সমান অধিকার দেয় না এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কেবলই অজ্ঞতার কারণে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা এই অভিযোগের প্রয়াসী হয়ে থাকে যে ইসলাম নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করে না। যে কেউ এই ধারণা রাখে যে ইসলাম নারী জাতিকে অধিকার প্রদান করে নি বাস্তবে ইসলামের সত্যিকারের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এটি খোদাতালার ন্যায় বিচার যে নারী পুরুষ উভয়ের তাদের নিজ কর্মের জন্য যথাযথ পুরস্কার পেয়ে থাকেন। কিছু ***বিষয়ে পুরুষদের জন্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী আবশ্যক যেগুলো একইভাবে মহিলাদের জন্য আবশ্যক নয়।***

আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের এক তালিকা প্রদান করেছেন যেখানে সমাজে পুরুষের দায়িত্ব এবং নারীর দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"

তার ভাষণ প্রদানকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ইসলামের উত্তম ও ধর্মপরায়ণ শিক্ষাসমূহ এবং আদেশাবলী বাস্তব প্রয়োগের আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করেন যে আমল ছাড়া ফাঁকা আবেগ অনুভূতি ও সাময়িক উত্তেজনার কোন মূল্য নেই।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রতি বছর আপনারা ইজতেমাসমূহে সমবেত হন, তরবিয়ত এর জন্য ক্লাস এর আয়োজন করেন, বা জলসার আয়োজন করেন আর উপস্থিতির সংখ্যা দেখে খুশি হয়ে যান এবং এজন্য খুশি হন যে যুগ খলিফা জলসার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেছেন। কিন্তু যদি এটি কেবল একটি সাময়িক আবেগ হয়ে থাকে তবে এটি বৃথা। সাময়িক আবেগ বৃথা যদি না আপনারা ধার্মিকতাকে আপনাদের জীবনের অংশ বানানোর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে থাকেন।"

দিনের পরবর্তী অংশে সম্মানিত হুযূর জর্জিয়া এবং বিভিন্ন আরব দেশের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ প্রতিনিধি দলগুলোর মধ্যে অতিথিবৃন্দও ছিলেন আর এমন ব্যক্তিগণও ছিলেন যারা সাম্প্রতিককালে গ্রহণ করেছেন।